সমকাল

তারিখ ..15 MAR 2016......
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...২......

ধামরাইয়ে ভাইস চেয়ারম্যানের হাতে শিক্ষা কর্মকর্তা লাঞ্ছিত

■ ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

জরাজীর্ণ বিদ্যালয় মেরামতের আশ্বাস দেওয়ার পর উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ায় ধামরাই উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান যুবলীগ সভাপতি মোহাদ্দেছ হোসেনের হাতে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দৌলতর রহমান লাঞ্ছিত হয়েছেন। গতকাল সোমবার দুপুরে ওই শিক্ষা কর্মকর্তার কক্ষে এ ঘটনা ঘটে।

উন্নয়ন প্রকল্প তালিকায় স্কুলের নাম বাদ

জানা গেছে, ধামরাই উপজেলার পিইডিপি-৩ এর আওতায় জরাজীর্ণ ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের জন্য তালিকা চাওয়া হয়। এর মধ্যে ধামরাই উপজেলা চেয়ারম্যান তমিজ উদ্দিন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সোহানা জেসমিন মুক্তা ৫টি করে ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোহাদ্দেছ হোসেন ৪টিসহ ১৪টি জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের তালিকা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে জমা দেন। এ সময় শিক্ষা কর্মকর্তা ওইসব স্কুলের মেরামতের আশ্বাসও দেন। এ আশ্বাস পেয়ে মোহাদ্দেছ হোসেন ওইসব স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে মেরামত করার আশ্বাস দেন। পরে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ভাইস চেয়ারম্যানের দেওয়া চারটি স্কুল হাজীপুর, বেকিগারাইল, ঘোড়াকান্দা ও ইকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামের তালিকা বাদ দিয়ে উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে ১০টি স্কুলের নামের তালিকা পাঠান। বিষয়টি গতকাল জানার পর মোহাদ্দেছ হোসেন শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে বাদ দেওয়ার কারণ জানতে চান। এ সময় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তাকে চড়-থাপ্পড় দেন এবং ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দৌলতর রহমান বলেন, কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই মোহাদ্দেছ হোসেন আমাকে মারধর করেছেন। তার দেওয়া তালিকার চারটি স্কুলের নাম বাদ দিইনি। স্থানীয় এমপি বাদ দিয়েছেন। এ ছাড়া মারধরের ঘটনায় তিনি মামলা করবেন বলেও জানান। এ ব্যাপারে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোহাদ্দেছ হোসেন শিক্ষা কর্মকর্তাকে মারধরের কথা অস্বীকার করে বলেন, উভয়ের মধ্যে শুধু ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় এমপি এমএ মালেকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ধামরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, শিক্ষা কর্মকর্তা ইচ্ছা করলে এ ব্যাপারে মামলা করতে পারবেন।